ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২২৪৭

আগরতলা, ৮ আগস্ট , ২০২৫

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে

১০০ টি বিদ্যালয়ের রেড রিবন ক্লাবেরশিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন ডাইরেক্টরেট এর সহযোগিতায় আজ রেড রিবন ক্লাবের নোডাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে একদিনের এক এইচআইভি/এইডস বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে, সেকেন্ডারি এডুকেশন ডাইরেক্টরেট এর ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা রাকেশ দেববর্মা, ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ অলক দেওয়ান, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ সৌমিত্র মল্লিক, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প অধিকর্তা ডাঃ শঙ্খশুভ্র দেবনাথ।

স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সাফল্যের উল্লেখ করে বলেন যে রাজ্যের অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে এবং এর সুফল যাতে ভবিষৎ প্রজন্ম লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে যুব সম্প্রদায়ের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। সারা বিশ্বের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং আমাদের রাজ্যেও এইচআইভি/এইডস এর সংক্রমণের বিষয় তুলে ধরে এর প্রতিরোধে গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। তিনি জানান অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে এবং গর্ভবতী মা থেকে সন্তানের মধ্যে এইচআইভি/এইডস ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করা রাজ্যে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু শিরা পথে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের এই নেশার কারণেই মূলত এইচআইভি এই রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে এই নেশা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিরত করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা অপরিসীম।

আজকের এই অনুষ্ঠানে নেশা মুক্ত এক কিশোর ও কিশোরীর বক্তব্যের বিষয়টি অবতারণা করে তিনি বলেন যে শুধু কলেজ স্তরে শিরা পথে মাদক নেবার বিষয়টি সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিদ্যালয় স্তরেও এখন দেখা যাচ্ছে যে শিরা পথে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করার ঘটনা সামনে আসছে। শিরা পথে মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে এইডস-এ আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বহুগুণ বেড়ে যায়, তাই এই বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক ও সচেতন করার জন্য স্বাস্থ্য সচিব আহ্বান জানান।

উক্ত কর্মশালায় যে একশটি বিদ্যালয়ের রেড রিবন ক্লাবের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে, তাদের সামনে এইচআইভি/এইডস-কে প্রতিহত করার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তরুণ প্রজন্মের ভবিষৎ সুন্দর করতে তাদের নেশা মুক্ত করতে ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য সচিব আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সরকার এবং সমাজের সর্বোচ্চ সহযোগিতা পাবেন বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। সংঘবদ্ধভাবে শিরা পথে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করার প্রবণতা প্রতিহত করতে গেলে শিরা পথে নেশা গ্রহণকারীদের সনাক্ত করে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে তার ভাষণে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধ ভূমিকার পাশাপাশি ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। এইচআইভি আক্রান্ত হলেও বর্তমানে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি)-এর মাধ্যমে নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করে বহুদিন সুস্থ থাকার বিষয়টি তিনি তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে রাজ্যে উপলব্ধ পরিকাঠামোর কথাও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি জানান রাজ্য সরকার রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এইচআইভি শনাক্তকরণের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দুই লক্ষাধিক ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষার তথ্য তুলে ধরে তিনি জানান যে আগামী বছর থেকে এই সংখ্যা দ্বিগুণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এইচআইভি/ এইডস যত বেশি শনাক্ত হবে, ততই আক্রান্ত ব্যক্তিদের যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা যাবে। এইচআইভি/এইডস এর বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

কর্মশালায় ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ অলক দেওয়ান শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা দূর করতে আহ্বান জানান। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনাকে উৎসাহিত করতে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস সচেতনতা এবং প্রতিরোধ মূলক তথ্য প্রচার করতে তিনি অনুরোধ করেন।

অন্যদিকে ভারপ্রাপ্ত পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ সৌমিত্র মল্লিক বলেন এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে নির্বাচিত রেড রিবন ক্লাবের নোডাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংযুক্ত করে এই কর্মসূচি আয়োজনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।এই কর্মসূচির মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস বিষয়ক সচেতনতা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জাগরিত করা সম্ভবপর হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কর্মশালায় ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প অধিকর্তা ডাঃ শঙ্খশুভ্র দেবনাথ বলেন এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্যই নয়, বরং এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধে মানসিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সক্ষম করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

কর্মশালায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সেকেন্ডারি এডুকেশনের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা রাকেশ দেববর্মা।

কর্মশালায় দ্বিতীয় পর্বে ট্যাকনিক্যাল সেশনে উপস্থিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে রেড রিবন ক্লাবের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির যুগ্ম অধিকর্তা(আইইসি) শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য। এছাড়াও তিনি এইচআইভি/এইডস (প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল) অ্যাক্ট, ২০১৭ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও ট্যাকনিক্যাল সেশনে এইচআইভি/এইডস বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প অধিকর্তা ডাঃ শঙ্খশুভ্র দেবনাথ।

উল্লেখ্য এ রাজ্যে ৩৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে ২০০৯ সাল থেকে রেড রিবন ক্লাব রয়েছে। এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার নির্দেশে এবং স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যের অনুপ্রেরণায় বিদ্যালয় স্তরের রেড রিবন ক্লাব গঠিত করা হল। স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

******